بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

হে ঈমানদারেরা আল্লাহকে ভয় করো, আর সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।

▶ সূরা তাওবা, ৯ : ১১৯

مكتبة الفرقان

তাযকিয়া

পথ ও পদ্ধতি

মুহাম্মাদ আদম আলী

সম্পাদনা

হযরত মাওলানা আব্দুল গাফফার দামাত বারাকাতুহুম
নায়েবে মুহতামিম, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা
খলীফা, হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান রহ.

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

তাসাওউফ **তাযকিয়া : পথ ও পদ্ধতি**

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
furqandhaka@gmail.com
+৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২৩ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা-এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল উলা ১৪৪৫ / নভেম্বর ২০২৩
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ +৮৮০১৩১৭৯৪২৪১৭
প্রুফ সংশোধন : মুশতাক আহমদ +৮৮০১৭২৮৬৪৯৩৮৩
ISBN : 978-984-96830-5-6

মূল্য : ৳২০০ (দুই শত টাকা) USD : $10

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

প্রতিটি মুসলিমের জন্য তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা বা এর ফিকিরে অব্যাহতভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা-সাধনা করা ফরয। ব্যক্তির ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রখর হলেও তার জীবনাচরণ যদি সুন্নাহবিরোধী হয়, তাহলে আখেরাতে সফল হওয়া কঠিন। আর আমাদের যাবতীয় চেষ্টা-সংগ্রামের মূলই হচ্ছে আখেরাতের অনন্ত-অসীম জীবনে সফলতা লাভ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

কথা-বার্তা, লেন-দেন ও চাল-চলনে মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এতে তার মন-মানসিকতা এবং চিন্তাচেতনা সম্পর্কেও জানা যায়। ব্যক্তির এই অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি তার অন্তরের অবস্থার ওপর নির্ভর করে। যদি মানুষের অন্তরে শয়তানের প্ররোচনা ও নফসের প্রভাব না থাকত, তাহলে পৃথিবীর সব মানুষই উন্নত চরিত্রের হতো। কিন্তু আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষার জন্যই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। সংগত কারণেই ব্যক্তিকে তার অভ্যন্তরীণ শত্রু নফস এবং প্রকাশ্য শত্রু শয়তানের বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করতে হয়। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যারা এই সংগ্রামে নিজেদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হন, তারাই প্রকৃত মুমিন, আদর্শ মানুষ। যার মধ্যে এই সংগ্রাম নেই, তার আত্মাও পরিশুদ্ধ হয় না। তখন বাহ্যিকভাবে মুসলিম হলেও মানুষ নিজের ও সমাজের অকল্যাণের কারণ হয়ে ওঠে।

উলামায়ে কেরাম বলেন, একা একা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা খুবই কঠিন; আধুনিক জটিল পৃথিবীতে প্রায় অসম্ভব। এ জন্য কোনো একজন আল্লাহওয়ালা বা পীর-বুযুর্গের সোহবতে থাকা জরুরি। এটি-ই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা বা তাকওয়া অর্জন করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। সুতরাং সোহবতের এই প্রক্রিয়া এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি

সম্পর্কে প্রতিটি মুসলিমের স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এ লক্ষ্যেই আমার এই বিনীত প্রচেষ্টা।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে পীর-মুরীদীসংক্রান্ত সাধারণভাবে প্রচলিত বিষয়গুলোকে সহজবোধ্য ভাষায় সংক্ষেপে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। উলামায়ে কেরাম পীর-মুরীদী নিয়ে অনেক একাডেমিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেখানে বিষয়গুলো কুরআন-হাদীসের আলোকেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে সেসব জটিল তত্ত্ব ও তথ্য আলোচনা করা হয়নি। মূলত এখানে একাডেমিক জ্ঞান থেকে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেই বেশি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং ক্ষেত্রেবিশেষে প্রসিদ্ধ বুযুর্গ কিংবা তাদের গ্রন্থসমূহ থেকে মূল্যবান উক্তি হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে। গ্রন্থটি সাধারণ শিক্ষিত মুসলিমদের জন্যই লেখা হয়েছে। যারা এসব বিষয়ে আরও গভীর জ্ঞান অর্জন করতে আগ্রহী, তারা গ্রন্থটির শেষে সংযুক্ত সহায়ক গ্রন্থাবলি পড়ে দেখতে পারেন।

উল্লেখ্য গ্রন্থটির প্রয়োজনীয় সম্পাদনাসহ প্রকাশে সাহস জুগিয়েছেন হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। তিনিই এই গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন *তাযকিয়া : পথ ও পাথেয়*। আমি তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তাআলা তাকে এর পরিপূর্ণ বদলা দেন।

যদি গ্রন্থটি থেকে আপনি সামান্যতমও উপকৃত হন, তাহলে আমার এবং যারা আমাকে এ কাজে সহায়তা করেছেন, তাদের জন্য দুআ করবেন। আর যদি কোনো ভুল পরিলক্ষিত হয়, তাহলে দয়া করে অবহিত করবেন—যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেওয়া যায়। আল্লাহ এ গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করেন, উত্তম প্রতিদান দেন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
লেখক ও প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
২৫ নভেম্বর ২০২৩

অবতরণিকা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

মুহাম্মাদ আদম আলী। অসংখ্য আলেমে দ্বীনের পীর ও মুর্শিদ প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান রাহিমাহুল্লাহর বিশিষ্ট খলীফা। প্রফেসর হযরত রহ.-এর একান্ত আদর ও স্নেহে ধন্য মুহাম্মাদ আদম আলী স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যে, চলন ও বলনে তাঁর পীর ও মুর্শিদের প্রতিচ্ছবি। আবাসে ও প্রবাসে স্বীয় মুর্শিদের সাহচর্যে থেকে তিনি লাভ করেছেন জ্ঞান ও চরিত্রের, তাকওয়া ও তাযকিয়ার অনন্য সম্পদ।

জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত ভাই মুহাম্মাদ আদম আলী ইতোমধ্যে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে বেশকিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা পাঠকমহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে। *তাযকিয়া : পথ ও পদ্ধতি* তাঁর রচিত তেমনই একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে তিনি নফসের ইসলাহ, তার প্রয়োজনীয়তা ও তার পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এটিতেও আমরা লক্ষ করি তাঁর সরল ও সাবলীল ভাষার ব্যবহার। অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও দরদ নিয়ে লেখা তাঁর এই গ্রন্থটি পীর-মুরীদী সম্পর্কে অনেকের সন্দেহ ও সংশয় নিরসনে সহায়ক হবে এবং অনেককে তাযকিয়ার পথ অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আশা রাখি। আল্লাহ তাআলা লেখক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে এই গ্রন্থ হতে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করুন। আমীন।

আবদুল গাফফার
শহীদবাগ জামে মসজিদ, ঢাকা
৭ জুমাদাল উলা ১৪৪৫ / ২২ নভেম্বর ২০২৩

সূচিপত্র

তাসাওউফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৯
শরীয়ত ও তরীকত	১৩
পীর : পরিভাষা ও বিকাশ	১৫
পীর চেনার উপায়	১৮
পীর-মুরীদ সম্পর্ক	২১
বাইআত : প্রাসঙ্গিক আলোচনা	২৫
আত্মশুদ্ধি : মুজাহাদা ও সফলতা	৩০
কিছু পরিভাষা ও হাকীকত	৩২
✓ পীরের কারামত ও মুরীদের আকাঙ্ক্ষা	৩২
✓ কাশফ	৩৫
✓ পীরের তাওয়াজ্জুহ	৩৭
✓ ইলহাম	৪০
✓ বুযুর্গদের দুআ	৪৩
পীরের সোহবত : কী ও কেন	৪৬
পীর ও তরীকা	৫০
বিভিন্ন তরীকায় তরবিয়তের পদ্ধতি	৫১
খলীফা বা খেলাফত	৬০
আধুনিক মাশায়েখদের তরবিয়ত-পদ্ধতি	৬৩
পীর-মাশায়েখের ভুল ও মুরীদের করণীয়	৬৭
উপসংহার	৭১
পরিশিষ্ট-১ : তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি	৭৩
পরিশিষ্ট-২ : বাইআত	৭৬
পরিশিষ্ট-৩ : আল্লাহওয়ালাদের জীবনী	৭৯
গ্রন্থপঞ্জী	৯৬

তাসাওউফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

তা-সা-ও-উ-ফ। শব্দটা ভারি এবং কঠিন। শুনলেই আধ্যাত্মিকতা ভেসে ওঠে। মনে হয় এখনই আকাশে উড়াল দেব। বিষয়টা এত সহজ নয়। কঠিন বিষয় সহজ করে বলা কঠিন। এ জন্য দৃষ্টান্তের বিকল্প নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসরা ও মিরাজ একটি মোজেযা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে এ সফর সংঘটিত হয়েছিল। তিনি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে পেছনে রেখে আরও সামনে অগ্রসর হয়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, যা ইতোপূর্বে কোনো সত্তা লাভ করেনি। তারপর তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন হিসেবে উম্মতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়ে ফিরে আসেন—ঈমানদারদের পথ দেখিয়েছেন কীভাবে দুনিয়ায় থেকেই ব্যক্তিগতভাবে মিরাজের অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব। এ জন্য নামাযকে বলা হয় ঈমানদারদের জন্য মিরাজ—উম্মতের আত্মিক পরিভ্রমণ। আমরা যারা সাধারণ মুসলিম, তারা কি এই আত্মিক পরিভ্রমণের কোনো অভিজ্ঞতা লাভ করেছি? এই অভিজ্ঞতার পথ-পরিক্রমাই তাসাওউফ।

সুতরাং তাসাওউফ বা আধ্যাত্মিকতাও এমন একটি অধ্যায়, যা ছাড়া ঈমান ও ইসলাম পরিপূর্ণ হতেই পারে না। মূলত ইসলামের পুরোটাই আধ্যাত্মিকতার আবরণে ঢাকা। জাগতিক যা কিছু করা হয়, সবই এমন এক সত্তার সন্তুষ্টির জন্য, যার কোনো কিছুই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। সঠিক উপলব্ধি, অন্তরের বিচার-বিবেচনা ও পরিশেষে বিশ্বাস ও নির্ভরতা আমাদের এই সন্তুষ্টি তালাশে ব্যস্ত করে তোলে। ঈমান যতই বাড়ে, ততই তার সামনে সেই রাজ্যের পরিসর উন্মুক্ত হতে থাকে। সেটি অস্তিত্বহীন নয়, বরং সেটি উপলব্ধির রাজ্য। তাসাওউফের সঠিক দীক্ষা ছাড়া সে রাজ্যে ভ্রমণ সম্ভব নয়। আর এই দীক্ষাগুরু হচ্ছেন পীর বা আল্লাহওয়ালারা। এ প্রসঙ্গে দেশের প্রসিদ্ধ

দ্বীনি ব্যক্তিত্ব হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান রহ. বলেন, 'যে রাজ্য দেখা যায় না, সেটা হলো অন্তরের রাজ্য। অন্তরের রাজ্যে পরিভ্রমণের জন্য আপনার একজন গাইড দরকার। এখন সে রাজ্যের বাসিন্দা কারা? আল্লাহওয়ালারা।...আল্লাহওয়ালা কারও সাথে পরিচয় থাকলে যে রাজ্যের খবর কানে শোনা যায় না, চোখে দেখা যায় না, সে রাজ্যে ভ্রমণ করা সহজ হয়ে যায়। আমি অতীন্দ্রিয় (Supernatural) কোনো জগতের কথা বলছি না। অনুভূতির রাজ্যে ভ্রমণের জন্য আপনার একজন গাইড দরকার।' এই গাইডকেই বলা হচ্ছে পীর। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আরও আলোচনা করা হবে।

'তাসাওউফ' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। এটি ইসলামী পরিভাষায় অনেক পরে যুক্ত হয়েছে। সূফিগণ বলেন, তাসাওউফ শব্দটি এসেছে 'সউফ' শব্দ থেকে। সউফ অর্থ পশম। বাবে তাফাউল থেকে এর অর্থ : সে পশমের পোশাক পরিধান করল। সাহাবীদের যুগে একদল সাহাবী দুনিয়াবিমুখ জীবনযাপন করতেন। তারা জাঁকজমক ও জৌলুসের জীবন পরিহার করে মোটা পশমের কাপড় পরিধান করতেন। তাদের দেখে এবং তাদের কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহারে মানুষ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে এ শ্রেণিকে মানুষ তাদের পোশাকের প্রতি সম্পর্কিত করে সূফি (পশমি পোশাকের মানুষ) নামকরণ করেন। কিন্তু এসব দুনিয়াবিমুখ সাহাবীদের তখন সূফি বলে ডাকা হতো না। অর্থাৎ সূফি পরিভাষাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জমানায় শুরু হয়নি। হিজরি দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে 'সূফি' পরিভাষটি ব্যবহার করা শুরু হয়। একশ বছরের মাথায় এটি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তৃতীয় হিজরির শেষদিকে সবার কাছে সূফিবাদ একটি দুনিয়াবিমুখ মানুষের ঠিকানা হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

এরপর তাবেয়ীদের যুগে সম্প্রসারিত হতে থাকে সূফিবাদ। এ যুগে সূফি হিসেবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে হাসান বসরী রহ. এবং ইমাম